দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 AUG 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৮ দফা দাবিতে চবি ছাত্রলীগের আজ থেকে লাগাতার অবরোধ ।। কঠোর প্রশাসন

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত ২০

।। চবি সংবাদদাতা ।।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রলীগ আয়োজিত শোক শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে শিবির ছাত্রলীগ সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশ এলাকায় দুপুর দেড়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত দফায়-দফায় এ সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষে সময় শিবির কর্মীদের হাতে এক সাংবাদি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। এ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে আজ সোমবার থেকে ৮, দফা দাবিতে লাগাতার অবরোধ ডেকেছে ছাত্রলীগ।

শনিবারের ঘটনা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে চট্টগ্রাম প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক সভা রবিবার বিকালে ভিসির সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (৪র্থ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

৮ দফা দাবিতে (শেষ পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সর্বত্র সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পুলিশ সুপার, ডিজিএফআই, এনএসআই, সিটিএসবিসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিরা। লাগাতার অবরোধের নামে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা জীবন ব্যাহত করার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে জরুরি বিধিমালার আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই ব্যাপারে সিএমপি
মের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার (ডিজিএফআই) চট্টগ্রামের
কাল রাতে ইত্তেফাককে জানিয়েছেন।

ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্রলীগ দুপুর ১টার দিকে রেল স্টেশন চত্বরে
চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় শিবির কর্মীরা স্টেশনের মূল চত্বরে জড়ো হলে দুই পক্ষের মধ্যে
ড়ে। ছাত্রলীগ কর্মীরা রাস্তা থেকে স্টেশনের প্লাটফরমের দিকে যাওয়ার সময় শিবির কর্মীরা উস্কানিমূলক
ক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে দুইপক্ষই রেল লাইনের পাথর, ইট, লোহার রড ব্যবহার করে। এ
ঘাতে আহত হয় শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারী আরিফ মইনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির
মনসুর, নজরুল, ওবায়দুলসহ আরো কয়েক নেতা-কর্মী। ছাত্রলীগের আহতরা হচ্ছেন- উজ্জ্বল, রেজাল
ফজলু, তানভীর শাহরিয়ার, আশরাফুলসহ আরো অন্তত ১০ নেতা-কর্মী। এর মধ্যে গুরুতর অবস্থায়
এবং শিবিরের ২ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিকাল ৩টার দিকে
ন পুলিশ ও র‌্যাব অবস্থান নিলে রেল স্টেশন এলাকায় শিবির এবং রেল গেইট এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মীরা
র্ষের সময় শিবির কর্মীরা দুপুর ২টার শাটল ট্রেনে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ সময় সংঘর্ষের ছবি তোলা
শিবিরের ফ্যাকাল্টি সেক্রেটারী ওমর গিয়াস ও শিবির কর্মী এবিএম মাসুম দৈনিক প্রথম আলোর
নিধি মহিউদ্দিন জুয়েলকে মারধর করে। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির তাৎক্ষণিক এক
এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করে ভিসির কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। জড়িতদের বিরুদ্ধে
হাজারী থানায় মামলা দায়ের করবে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি।

য় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। বাঁশ, লোহার রড, হকিস্টিক, কাঠ প্রভৃতি নিয়ে
বের করলে পুরো এলাকায় ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এদিকে শনিবারের সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের
বৈঠক সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
ন্য রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আবদুস সালামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি
টির অপর দুই সদস্য হচ্ছেন: শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও এএফ
স্ট প্রফেসর ড. মোকতার আহমদ। কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

সংঘর্ষের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ
শিবির পরিকল্পিতভাবে শোক দিবসের কর্মসূচি বানচাল করতে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।' অপরদিকে, এ
করে শিবির সভাপতি আহমদ শিহাব উল্লাহ বলেন, 'শোক দিবসের কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ।
রে দাঁড়িয়ে ছিল। ছাত্রলীগের কর্মীরা বিনা উস্কানিতে আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকে।' সংঘর্ষের
সর ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়কে যারাই অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করবে তাদের
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' সংঘর্ষের ঘটনায় দুইপক্ষই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।

শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ৪ ছাত্রকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার

র দায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ছাত্রকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হচ্ছেন:
দার্থ বিদ্যা ৩য় বর্ষ), সাফায়াত (ব্যবস্থাপনা ২য় বর্ষ), নুরুজ্জামান (হিসাব বিজ্ঞান ১ম বর্ষ) এবং
গণিত, ২য় বর্ষ)। শনিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভিসি প্রফেসর ড. এম
সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনের বগি দখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সংঘর্ষে জড়িত থাকার
র করা হয়েছে। একই সাথে আরো কয়েক ছাত্রকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।